শ্রীভারত লক্ষ্মীর

জীবন সঙ্গিনী

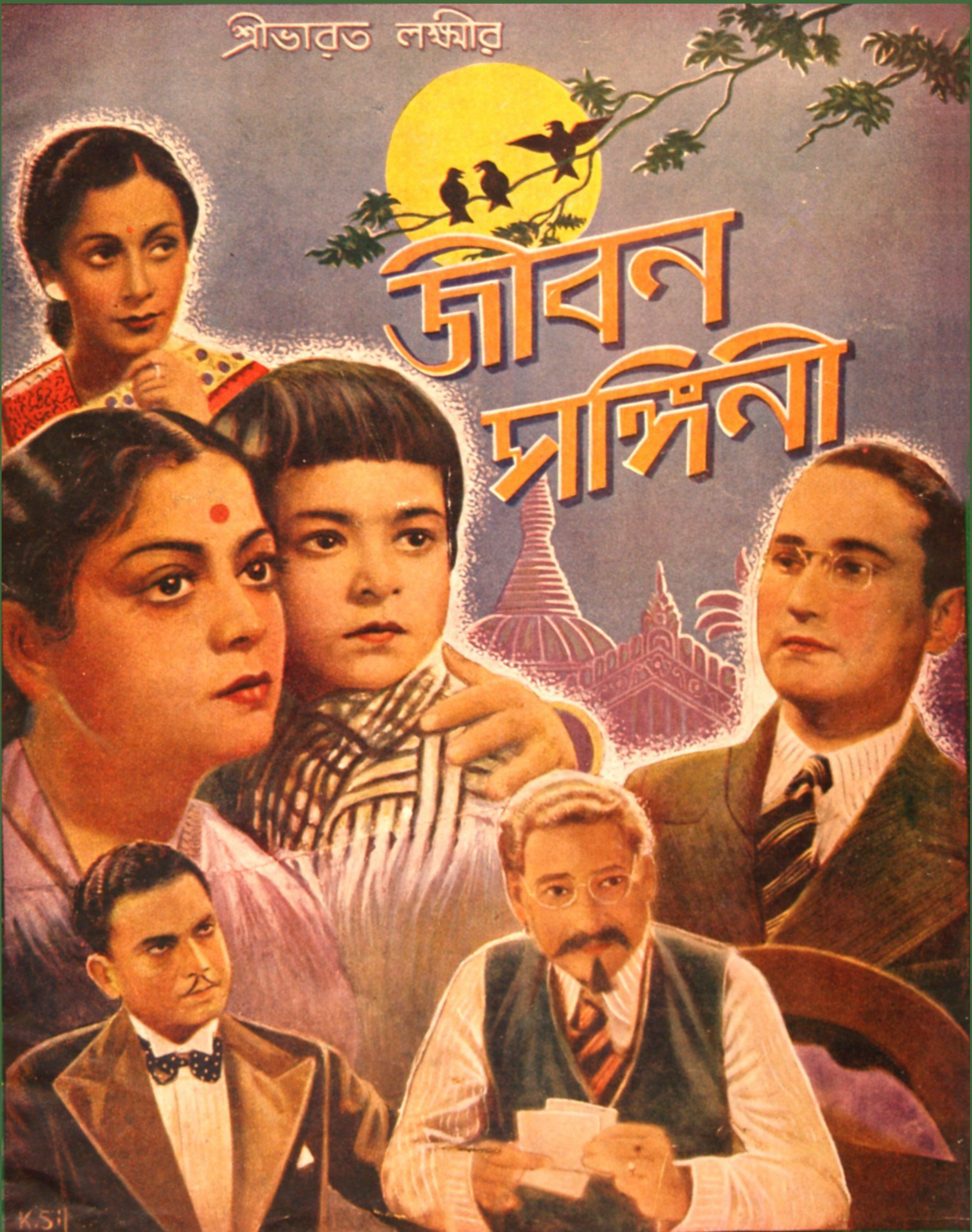

সশ্রদ্ধ নিবেদন

শ্রীভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিও'র পক্ষ থেকে আজ আবার সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকগণের প্রতি আন্তরিক প্রীতি জানাবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। পূর্ব্বে আপনারা আমার “চাঁদ-সদাগর”, “আলিবাবা”, “অভিনয়” “পরশমণি” প্রভৃতি চিত্রকে যথেষ্ট সমাদর করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন—এবারও বিশ্বাস করি আমার নূতন প্রচেষ্টা “জীবন-সঙ্গিনী”র চিত্ররূপকেও আপনারা সাদরে গ্রহণ করবেন। আশা করি এর কাহিনী, এর চরিত্র-চিত্রণ এবং সর্ব্বোপরি এর আধুনিক-বাঙলার বহু-জটীলতাপূর্ণ সমস্যায় পরিপূর্ণ নব পরিবেশ রসপিপাসু দর্শকসমাজকে পরিপূর্ণ তৃপ্তি দিয়ে আমার বাসনা স্বার্থক করবে।

ভবিষ্যতেও আপনাদের উৎসাহ ও সহযোগিতা কামনা ক'রে ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

বিনয়াবনত

শ্রীবাবুলাল চৌধুরী

—কর্ম্মিবৃন্দ—

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

কাহিনী	সঙ্গীত পরিচালক	গীতিকার
সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (স্বর্গীয় আগাহস্র কাশ্মীরি'র রচনার ছায়া অবলম্বনে।)	**হিমাংশু দত্ত** (সুর সাগর)	**শৈলেন রায়**

প্রধান ব্যবস্থাপক	বৈজনাথ লাডিয়া	স্থির চিত্র-শিল্পী	দানেশ দাস
ব্যবস্থাপনা	সুরযূ লাডিয়া	কারু-শিল্পী	মতিলাল
আলোক চিত্র-শিল্পী	বিভূতি দাস	পট-শিল্পী	পুরুষোত্তম
শব্দ-যন্ত্রী	চার্লস ক্রীড্		
রসায়নাগারিক	জগৎ রায় চৌধুরী পূর্ণ চ্যাটার্জ্জী	রূপসজ্জাকর	কালিদাস দাশ ত্রিলোচন পাল
চিত্র-সম্পাদক	সুকুমার মুখার্জ্জী সুধীন্দ্র পাল		

—সহকারিগণ—

পরিচালনা	নির্ম্মল রায় চৌধুরী বটুকেশ্বর দালাল	আলোক চিত্র-শিল্পী	শচীন দাশগুপ্ত দিব্যেন্দু ঘোষ
ধারারক্ষা	কুমার সেন	শব্দ-যন্ত্রী	সুনীল ঘোষ কালী ঘোষ
		রসায়নাগার	যুগল দাস অশোক ব্যানার্জ্জী প্রফুল্ল মুখার্জ্জী

[আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

চিত্রপরিবেশক—

মিঃ এস, আর হেমাডের পরিচালনায়—

এম্পায়ার টকী ডিষ্ট্রীবিউটার্স

ভূমিকা লিপি

—পুরুষ—

ডাঃ সেন ...	**অহীন্দ্র চৌধুরী**	ঈশান ...	শচান গোস্বামী
মিঃ চৌধুরী ...	**ছবি বিশ্বাস**	রাখাল ...	সুধীর মিত্র
বিজলী বোস্ ...	**রতীন ব্যানার্জ্জী**	ভিক্ষুক ...	জীতেন গাঙ্গুলী
জয়রাম বক্সী ...	তুলসী লাহিড়ী	পাবলিসিটি অফিসার	কেষ্টধন মুখার্জ্জী
মুরারী লাহিড়ী ...	সত্য মুখার্জ্জী	সাংবাদিক ...	ভানু রায় (এঃ)
ডাঃ সুজন ...	নীতিশ মুখার্জ্জী	বিজু ...	মাষ্টার বিজু

—স্ত্রী—

সীতা ...	**শ্রীমতী পান্না**	ছবি ...	শ্রীমতী জ্যোতি
মলি সেন ...	**প্রতিমা দাশগুপ্তা**	বেলা ...	মীরা দত্ত
বিন্দু ...	**শ্রীমতী পদ্মা**	মিস্ রায় ...	অরুণা দাস
রেবা ...	রেণুকা রায়	আরতি দেবী ...	শীলা হালদার

আতর ... শ্রীমতী ছায়া

কাহিনী

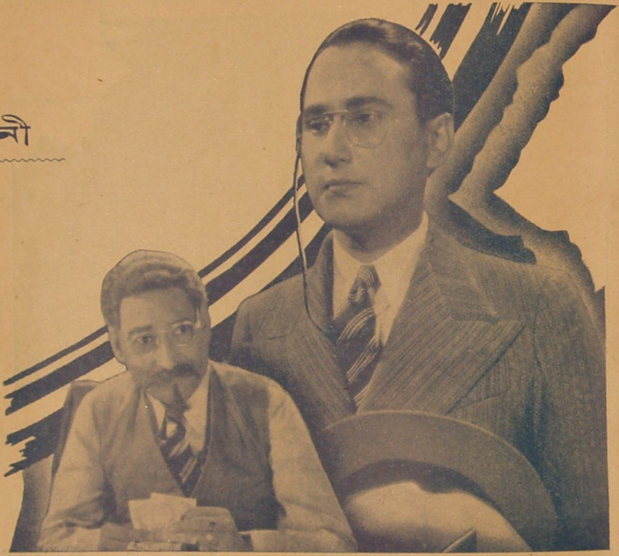

প্রাচীন বনেদী বংশের ছেলে নরেন চৌধুরী বিলেত থেকে যখন দেশে ফির্‌ল তখন তার মনে প্রাণে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ রীতিমত শিকড় গেড়ে বসেছে। অগ্রগামী যুগের এই অতি আধুনিক সংস্করণ নরেন চৌধুরীর বিপত্তি ঘটল তার অতি পৌরাণিক সংস্করণের স্ত্রী সীতাকে নিয়ে। এই অতি সেকেলে সীতার আচার ব্যবহার দেখে দেখে নরেন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, তবে সীতা নীরবে সে উত্তাপ সহ্য করে, কারণ পতি আর দেবতাকে সে ভিন্ন করে দেখ্‌তে শেখেনি, নিরালা গৃহ কোনে বসে পতিপুত্রের কল্যাণ কামনাতেই সে নিমগ্ন থাকে।

একদিন নরেন তার জ্ঞাতি ভাই সুজন চৌধুরীর সঙ্গে উৎকৃষ্টতম বিলেতী সমাজ আর নিকৃষ্টতম দেশী সমাজের আলোচনায় যখন আবহাওয়া উত্তপ্ত করে তুলেছে তখন এক ফোন এলো, বন্ধুবর জীতু এই নবাগত ব্যারিষ্টার নরেন চৌধুরীকে সম্মানিত করবার জন্য প্রগতি সঙ্ঘের পক্ষ থেকে এক পার্টির আয়োজন করেছে। প্রধান অতিথি রূপে প্রগতি সঙ্ঘের তরুণ তরুণীদের সান্নিধ্যে এসে নরেন চৌধুরীর উপবাসী মনের বিলাসী সত্বাটী আবার জেগে উঠ্‌লো। এই নাচ গান আর স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার আবহাওয়ায় বিলেতের বিগত সুখের হারানো দিন গুলি তার মনে পড়ল। তার মনে পড়ল সীতাকে! এদের তুলনায় সীতা যেন একটা জড় পদার্থ। এই চরম মুহূর্ত্তে জীতু নরেনের সঙ্গে মিস মলি সেনের পরিচয় করিয়ে দেয়। নরেনের চোখে মলিকে লাগল অপূর্ব্ব, সে যেন মণিহারের মধ্য মণিটী যার ঝলকানির তীব্রতায় সীতার শান্ত মুখচ্ছবি এক নিষ্ঠুর আবর্ত্তনে জলের বুকে ছায়ার মতই মিলিয়ে যেতে চায়। এই প্রসাধন সাধনে চতুরা তরুণীর কাছে সীতাকে লাগল অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ। সীতার প্রতি নরেনের মন একই সঙ্গে করুণায় ও অবজ্ঞায় ভরে উঠ্‌লো। উৎসবের শেষে মলি ও নরেন বেরিয়ে পড়ল নৈশ-ভ্রমনে—হয়তো ঠিক সেই সময়ে সকলের অলক্ষে নিষ্ঠুর বিধাতা দুঃখিনী সীতার ললাটে এক নির্ম্মম রেখা রচনায় নিয়ন্ত্রিত ছিলেন।

এর মধ্যে নরেন ও মলির পরিচয় ঘনিষ্টতায় পরিণত হোয়েছে। পিতৃমাতৃ অভিভাবক শূন্যা বিদুষী, স্বাধীন, তরুণী মলির ফ্লাটে নরেনের উপস্থিতি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একদিন মলি ও তার বন্ধু বিজলী বোস্ সীতার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার জন্য নরেনকে ধরে বস্‌লো। ঘটনা চরমে উঠল যখন নরেন নিজের হাতে সাজিয়ে সীতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সকলের সম্মুখে আন্‌তে গেল তখন হঠাৎ মাথায় আঘাত লেগে সীতা হ'ল মুর্চ্ছিতা—বিজলী বোস বেশী রকম তৎপর হয়ে ব্রাণ্ডির সাহায্যে সীতার জ্ঞান ফিরিয়ে আন্‌তে গেলে চৌধুরী বাড়ীর নিষ্ঠাবতী প্রাচীন ঝি বিন্দুর কাছে রীতিমত অপমানিত হল, প্রগতী সঙ্ঘের দলবলের এরপর আর সে গৃহে থাকা অসম্ভব হ'ল। ক্ষোভে অপমানে তারা চলে গেল। লজ্জায় নরেনের মাথা কাটা গেল।

দিন বসে থাকে না কেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে মানুষও বদলায়। সীতার প্রতি নরেনের মন যেমন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠেছে, সঙ্গে সঙ্গে মলির আকর্ষণ তেমন তীব্রতম হয়ে উঠেছে। মানুষের দুর্ব্বল মন নিয়ে যিনি নিয়ত খেলা করছেন সেই মকর-কেতনের পুষ্পবানের অমোঘ সন্ধানে আর প্রজাপতির সবিশেষ অনুগ্রহে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী বিজলী বোস্‌কে বিস্মিত ও বিদগ্ধ করে মলির সঙ্গে নরেনের শুভ-পরিণয় গোপনে সুসম্পন্ন হ'ল। মলি ভাল করেই জান্‌তো যে এ কারবারে তার লোকসান নেই। কারণ নরেন চৌধুরীর সমাজে প্রতিষ্ঠা আছে এবং ঐশ্বর্য্যের খ্যাতিও যথেষ্ট।

খবরের কাগজে সীতা নরেন-মলির মিলন সংবাদ জেনে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করলে কিন্তু অপরাধীর মত নরেন যখন তার সম্মুখে এলো, অনুযোগ করা দূরে থাক্, সে মলিকে কাছে পাবার জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লো। একথা বল্‌তেও তার বাধলো না যে মলি তার ছোটবোন। নরেন একই সঙ্গে আশ্বস্ত এবং বিস্মিত হ'ল।

মলি চৌধুরী বাড়ীতে এসেছে। সীতা সেচ্ছায় উপরের মহল সপত্বিকে ছেড়ে দিয়ে দাসীর মত নীচের তলায় নেমে এসেছে, এবং নানা ভাবে মলীকে খুসী করবার চেষ্টায় নিজের অস্তিত্বকে বিলিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মলি সে পাত্রীই নয়, সে সীতার সেবার আয়োজনে তুষ্ট থাকতে পারে না, তার আবাল্য প্রগতী সঙ্ঘের অভ্যাস মত এবাড়ীতে রীতিমত নাচ, গান, পার্টির পর পার্টির আয়োজন সুরু করে দিয়েছে। এই নিয়ে এ সংসারের কর্ত্রীর সম্মানে সম্মানিতা বিন্দুঝির সঙ্গে প্রায়ই নানা রকম অশান্তিময় কলহ সৃষ্টি হতে লাগল। সীতা ও নরেনের একমাত্র পুত্র বিজু তার বাঙালীপনার জন্য মাঝে মাঝে মলির কাছে তিরস্কৃত হতে থাক্‌লো, শান্তির নীড়ে অশান্তির আগুন জলে উঠলো। ঘটনা চরমে উঠ্‌লো সেদিন যেদিন চৌধুরী বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসে বিজলী বোস একটা সুন্দর পাথরের মূর্ত্তি ভাঙ্গবার জন্য একরত্তি বিজুকে একটা অন্যায় রকমের চড় বসিয়ে দিলে এবং এই অন্যায় স্পর্দ্ধায় বিন্দু ঝির কাছে বিজলী বোস অপমানিত হ'ল। তিল তালে রূপান্তরিত হয়ে নরেনের কানে গেল এবং মলি উগ্রতমা হয়ে জানালো সে এর বিহিত চায় নইলে সে আর এক মুহুর্ত্তও এ বাড়ীতে থাক্‌বে না। চাকরবাকরদের অমন করে মাথায় চড়ে বসবার পিছনে নাকি রয়েছে সীতার অন্যায় রকমের আসকারা! নরেন উত্তেজিত হয়ে সীতার ঘরে গেল এবং অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় তাকে দুকথা শুনিয়ে দিতেও তার বাধল না, এবং এও বল্‌লে সীতা ও মলিতে মিলে যে ভাবে তার শান্তি ভঙ্গ করছে তাতে করে সীতা যদি এর একটা বিহিত না করে তবে নরেন এ সংসার ছেড়ে মলিকে নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। এ কথায় সীতা স্বামীর পা ছুঁয়ে শপথ করল যে এর একটা বিহিত সে করবে নরেনের গৃহত্যাগী হবার কোন প্রয়োজন হবেনা।

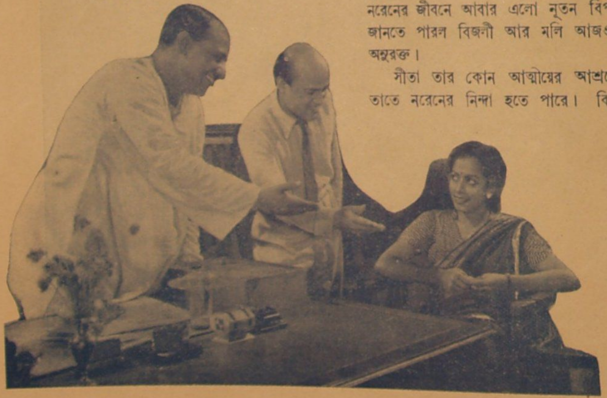

পর দিন ভোরে উঠে নরেন স্তম্ভিত হয়ে শুন্‌লে সীতা বিন্দুকে ও বিজুকে নিয়ে নিরুদ্দিষ্টা। টেবিলের ওপর সীতার শেষ চিঠি ও অলঙ্কারগুলি পড়ে আছে এমন কি চাবির গোছাটী পর্য্যন্ত! কত অভিমানে অনন্যোপায় সীতা নিরাভরনা, কপর্দ্দক হীনা হয়ে চলে গেছে। "সীতার বনবাসের" মতই এই করুণ ঘটনায় নরেনের মন নিজের প্রতি ধিক্কারে ও অনুশোচনায় বিষিয়ে উঠলো। সীতার প্রতি সে অবিচার করেছে!

বহু অনুসন্ধান করেও সীতার কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না—নরেনের জীবনের প্রতি মলি উদাসীনা, সে আছে তার নাচ, গান, পার্টি, রেস্‌ নিয়ে। আজ নরেনের প্রতি মুহুর্ত্তে সীতার কথা মনে হয়! তার মনে হয় সে সেই মূর্খদেরই মধ্যে একজন যারা মণি ফেলে কাঁচের আদর করে। নরেনের জীবনে আবার এলো নূতন বিপর্য্যয় যে দিন সে জানতে পারল বিজলী আর মলি আজও পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত।

সীতা তার কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে যায়নি কারণ তাতে নরেনের নিন্দা হতে পারে। বিন্দুঝির ভাই রাথাল

তাদের আশ্রয় দিয়েছিল যদিও সে অতি দরিদ্র তবু রাথাল মহানুভব। সীতার ভাগ্য-দেবতা এততেও সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাই দুঃখের পর আবার নতুন করে দুঃখ এলো·········বিজু ধনির ছেলে, রাজার ঐশ্বর্য্যে প্রতিপালিত সে এই অতি সাধারণ দৈন্য-পীড়িত-সংসারে কি করে সুখে সচ্ছন্দে থাকতে পারে—বিজুর শরীরে দুঃখের উৎপীড়ন সইল না সে পীড়িত হ'ল চিকিৎসা ও পথ্যের যথাযথ ব্যবস্থা অসম্ভব—বিজু বুঝি আর বাঁচে না। দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার রোগের অবস্থা দেখে জবাব দিলেন, তবে ডাক্তার সতীরঞ্জন নাকি ধন্বন্তরী তাঁকে একবার দেখাতে পারলে আশা আছে বলে গেলেন। অসূর্য্যম্পশ্যা সীতা পুত্রের জীবন রক্ষার আশায় রাথালকে সঙ্গে করে নিজেই ডাক্তার সতীরঞ্জনের করুণা ভিক্ষায় গেল। কিন্তু ডাক্তার সতীরঞ্জন ৩২৲ টাকা ফি আগাম না নিয়ে রোগী দেখেন না, ডাক্তারী তাঁর ব্যবসা। সীতার অনুনয়ে তাঁর পাষাণ প্রাণ গল্‌ল না—তবে উপায়! বিজুকে যে বাঁচান চাই-ই······বিদ্যুৎঝলকের মত সীতার মনে এল স্বামীর কথা, বিগতদিনের পুঞ্জিভূত মান অভিমান আশার আলোয় ঝল্‌সে ম্লান হয়ে গেল—সে ছুটলো নরেনের কাছে পাগলিনীর মত—অর্থ ভিক্ষায়—তারই একমাত্র বংশধরকে মৃত্যুর কবল থেকে ছিনিয়ে আনবার জন্য।

কিন্তু এখানেও বিধাতা বিমুখ, নরেন গেছে চাটগাঁয়ে একটা জরুরী মামলায়। রোগাতুর পুত্রের জন্য অবশেষে সীতা তারই স্বামীর স্বোপার্জ্জিত মাত্র ৩২৲ টাকা তারই সন্তানের চিকিৎসার জন্য ভিক্ষা চাইল মলির কাছে। কিন্তু এই হৃদয়হীনা নারীর কাছে সে পেল শুধু বিদ্রূপ—নির্ম্মম প্রত্যাখান। মলির টেবিলের উপর কতকগুলি নোট পড়েছিল সীতা পাগলের মত তার কতকগুলি ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ডাক্তারখানায়······হৃদয়হীন ডাক্তারকে এবার টাকার জোরে ধরে নিয়ে যাবার জন্য। ডাক্তার সতীরঞ্জন যখন এলেন তখন সব শেষ! নির্ম্মম পৃথিবীর পঙ্কিলতা ছেড়ে, মায়ের কোল শূন্য করে বিজু চলে গেছে। নিষ্ঠুরতায় পরিপূর্ণ এই বিশ্বের হয়তো বিজুর মৃত্যুর খানিকটা প্রয়োজন ছিল, তার ফল দেখা গেল সতীরঞ্জনের জীবনে।

এই হৃদয় বিদারক ঘটনার পর থেকে ডাক্তার সতীরঞ্জন টাকা নিয়ে রোগী দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর অতুল ঐশ্বর্য্যে গড়ে উঠেছে বিরাট শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান—তাঁর মনের নিদ্রিত দেবতা জেগেছে।

চাটগাঁ থেকে মিঃ চৌধুরী সাঙ্ঘাতিক ভাবে পীড়িত হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এজলাসে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান, জ্ঞান হবার পর দেখা গেল তাঁর চোখ দুটি অন্ধ। সহরের সেরা ডাক্তার সতীরঞ্জনের উপরে চিকিৎসার ভার পড়েছে। ভাইয়ের অসুখের খবর পেয়ে সুজন ছুটে এসেছে। নরেনের সঙ্গে আলাপ করে সে বুঝতে পারে অসুখ কোথায়! সুজন সীতার খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। মলির দিন কিন্তু তেমনি কেটে চলেছে, হালকা খেয়ালের হাওয়ায় গা ভাসিয়ে। সুজনের মুখে স্বামীর অবস্থা শুনে সীতার মনে অনুতাপের অন্ত ছিল না। চোখে তার অনুশোচনার অশ্রু ঝরে পড়ল। সীতা সুজনের পরামর্শ মত নার্সের বেশে ছদ্মবেশে স্বামীর কাছে এল, কেননা বিজুর কথা যে তাদের গোপন রাখতেই হবে। এ অবস্থায় তিনি যদি বিজুর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারেন তবে কি আর বঁচোনো যাবে। একি নিয়তি! নিজের পরিচয় দেবার উপায় অবধি আজ আর তার নাই।

ডাক্তার সতীরঞ্জন বললেন রোগীর শরীরে রক্ত দিতে হবে, নির্দ্দোষ তাজা রক্ত। সুজনের এ্যাজ্‌মা আছে—তার রক্ত অচল, মলি রক্ত দিতে নারাজ—তার কথা অতি স্পষ্ট, রক্ত দিয়ে সে মরণ-সঙ্গিণী হতে পারবে না—আর দেবেই বা কেন চৌধুরী করেছেন তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা, মলিকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে দান করেছেন। ডাক্তার সতীরঞ্জনের রক্ত বার্দ্ধক্য হেতু নিস্তেজ। নার্সবেশী সীতা স্বামীর প্রাণ রক্ষার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত — রক্ত দেবার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠ্‌লো। চৌধুরী ধিক্কার দিলেন তাঁর অদৃষ্টকে—তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী রক্ত দিল না অথচ তাঁর প্রাণ বাঁচাতে রক্ত দিলে কিনা একজন অপরিচিতা নার্স! সীতা কোন রকমে অশ্রুসম্বরণ করল, স্বামীর কাছে সে আজ অপরিচিতা নার্স! নরেনের আক্ষেপ শুনে সতীরঞ্জন পৃথিবীর এই স্বার্থপরতার কথা উল্লেখ করে নিজের জীবনের সেই কলঙ্কময় স্বার্থপরতার ইতিহাসের অবতারনা করলেন, যার প্রতিটি অক্ষর বিজুর অশ্রু-সজল কাহিনীতে রচিত। অর্থের অভাবে ধনীর দুলাল অর্থাভাবে মরে গেল আর তার সে মৃত্যুর জন্য তার পরমারাধ্য বিত্তশালী পিতৃদেবই দায়ী। বিজুর নাম কানে যেতেই নরেন উন্মাদ উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠ্‌তে গেল কিন্তু সে উত্তেজনা সহ্য করবার মত জীবনী শক্তি তখন তাঁর অবশিষ্ট ছিল না। সীতার জীবনে আবার নূতন করে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন হ'ল। পৃথিবীর অবিচার সহ্য করতে না পেরে জনক-নন্দিনী একদিন মা বসুমতীর কোলে চেয়েছিলেন অতল সমাধি—সীতা ঈশ্বরের অবিচার সহ্য করতে না পেরে চাইলে মৃত্যু। স্বামীর জীবন-সঙ্গিনী হতে সে পারেনি—আজ সে মরণ-সঙ্গিণী হতে চায়। আত্মহত্যা—হ্যাঁ আত্মহত্যাই তার শ্রেয়। তার চোখের সামনে স্বামীর মৃত্যু যে সে দেখতে পারে না।

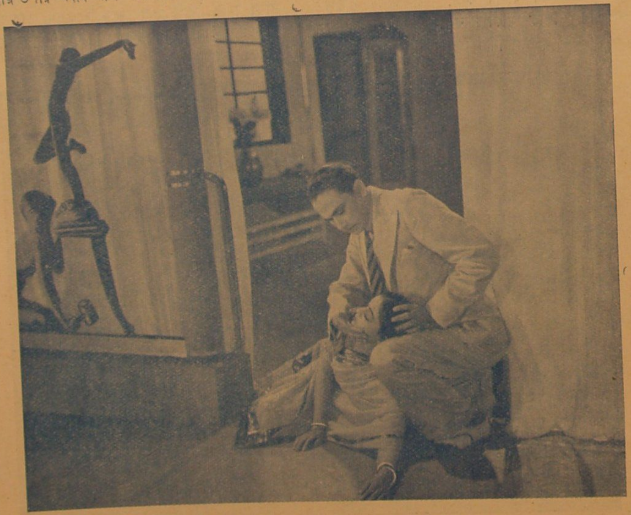

এই অভিশপ্ত যুগে যখন মানুষের প্রেম একান্ত বিরল তখন সীতার জীবনের এই চিত্রায়িত কবিতা বর্ত্তমানের অবিশ্বাসী কালেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করবে। হয়তো হতভাগিনী সীতার দুঃখে দর্শকের চোখে এক ফোঁটা জলও আসবে।

সঙ্গীতাংশ

(১)

বাংলার মেয়ে বাংলার বধূ
গাহি যে তোমার গান
বাংলার মাটি তোমরা করেছ
প্রেমের তীর্থস্থান
তোমাদের স্নেহ মমতার ছায়
স্বর্গ নেমেছে ধুলার ধরায়,
দান করে তুমি ভুবন ভরেছ
চাহনি ত' প্রতিদান

সীতা সাবিত্রী তোমাদেরই মাঝে
আজও চির জাগ্রত
মহিমায় তব বিশ্বশ্রদ্ধানত।
পতির জীবন সঙ্গিনী তুমি
কায়ার ছায়ার মত,
(তুমি) গণেশ জননী সেবা যে তোমার ব্রত।
শুভ সিন্দুর আর শাঁখা কয়
বাংলার সতী সদা পতিময়।
মরণেও নাহি সতী ও পতির
মিলনের অবসান।

(২)

ওগো পূজারিণী সাজায়ে দুখের ডালা
মিছে আঁখিজলে কার লাগি গাঁথা মালা ?
(তোর) দেবতা ঘুমায় যদি
প্রেম কারে দিবি নিরবধি
অনলে দহিয়া কাঁদিছে হৃদয়ে
গন্ধ ধূপের জ্বালা।

(তোর) প্রেমের পশরাটিরে
(কেন) বহিবি ক্লান্ত শিরে
লবে না সেজন মিছে আয়োজন
সাজায়ে অর্ঘ্যথালা।

(৩)

হায় হায় দিন চলে যায়
উড়ে চলা আলোক-পাথায়
যারে পায় তারে সে রাঙায়
রাঙা ছলনায়……হায়, হায়।

রঙে রঙে মেশা
একি তোর নেশা
তোর গান সে কারে শুধায়
নিয়ে শুধু মোরে
আশা পাখী ওড়ে
কোথা তীর কোথারে নীড়—
জানিতে না চায়……হায় হায়।

(৪)

মিলন রাগের গানটী এবার গাইতে হবে
সুরের আগুন
ফাগুন হয়ে
জ্বলুক তবে জ্বলুক তবে।
মনের গভীর বনাঞ্চলে
ফুলের শিখায় যে সুর জ্বলে
সৌরভে তার হৃদয় আবার ভরুক সবে।

চাঁদের হাসি ঢাক্‌বে না আর ব্যথার মেঘে
চোখের জলে
ছোঁয়াচ লেগে
চামেলি আর রইবে না আজ একলা জেগে।

(৫)

জনম দুখিনী সীতা
(তুমি) কালের নয়নে এক ফোটা জল
সকরুণ প্রেম গীতা
সীতা সীতা !

বাঞ্ছিতা তুমি, তুমি বঞ্চিতা
বিরহে বিলীনা ধুলায় দলিতা
বিরহী কবির বিরহ কবিতা
বেদনাতে সঞ্চিতা
সীতা ! সীতা !

বিরহ সরযু, তারি দুই তীরে
জানকী ও রঘুবীর—
অযোধ্যা আর অশোক কাননে
ফেলিছে অশ্রুনীর—
হেথা উৎসব দীপ নিভে যায়
ফুল-পল্লব হোথা ঝরে হায়
তরু-বল্লভ হারা বল্লরী
অনাদরে লুণ্ঠিতা
সীতা ! সীতা !

(৬)

আজ সবার ঢঙে ঢঙ মেশাতে হবে
ওগো আমার বুড়ো
তুমি কোন রূপসীর খুড়ো
বল, বল, বল, তবে।

(তব) প্রেম নাহি মানি
(তবু) টাকা আছে জানি
মোরা তোমায় রঙ্গে সং যে সাজাই সবে

ওগো আমার বুড়ো
তুমি কোন রূপসীর খুড়ো
বল, বল, বল, তবে
আজ সবার ঢঙে ঢঙ মেশাতে হবে।

(৭)

নদীর দুটি তীরে ভাঙ্গা গড়ার খেলা
জানিস্ যদি, মিছেই কেন
চোখের জল ফেলা ?
যে আসে তাই জীবন বয়ে
সেই আসে যে মরণ হয়ে
এপার ওপার করেই যে তার
যায়রে সারা বেলা।

জীবন ফুলে যেজন করে হৃদয় মধুময়
সেই যে ঝরায় ফুলগুলিরে
কিসের তবে ভয় ?
মরণরূপে আসেই যদি
বরণ করিস্ নিরবধি
সে যে দুঃখ দিয়ে লয়রে বুকে
নয়রে অবহেলা।

(৮)

মোদের দয়া কর ঠাকুর, তুমি
মোদের দয়া কর,
পথ দেখাতে সাথীর মত এসো
হাতটি তুমি ধর।
ভালো কাজের লাগি মোদের দাওগো বুকে বল
ভুলিয়ে ব্যথা মুছিয়ে দেব সবার আঁখিজল।
ছোট্ট মোরা নেইকো ক্ষতি ওগো, মনটা দিও বড়
মোদের দয়া কর ঠাকুর, তুমি
মোদের দয়া কর।
দেশের লাগি দশের লাগি মোরা
হৃদয় দিব দান
সেই তো জানি তোমার পূজা প্রভু
সেই তো ভগবান।
ফুলটি ফোটে গন্ধ দিতে প্রদীপ জ্বালে আলো
ঝরে যে মেঘ পরের তরে সবাই ওরা ভালো
ওদের মতই মহান করে ওগো মোদের তুমি গড়ো।

শ্রীভারতলক্ষ্মী কর্ত্তৃক নিবেদিত
শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের
বিজয় বৈজয়ন্তী

কৃষ্ণ কান্তের উইল

=ভূমিকায়=

অহীন্দ্র চৌধুরী, নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী,
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, শান্তি গুপ্তা,
শিশুবালা প্রভৃতি।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের প্রচার বিভাগ হইতে শ্রীশ্রীনারায়ণ লাডিয়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যালকাটা প্রিন্টিং কোং, ৯৮।৪, স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী
রোড, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত।

শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্সের

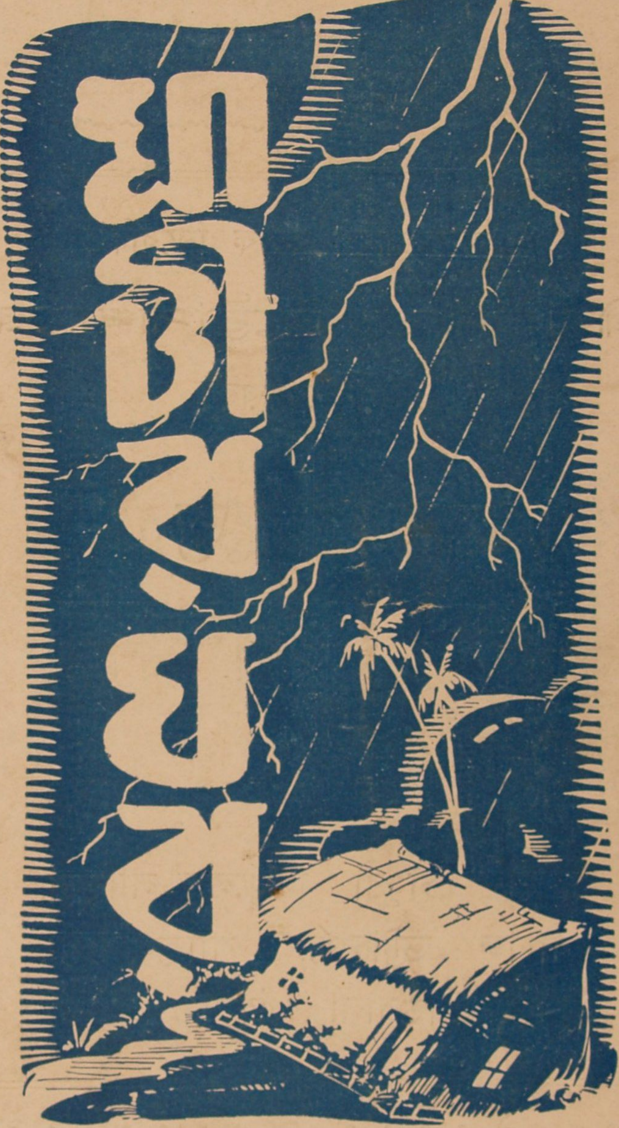

পরবর্ত্তী আকর্ষণ!

কলিকাতার পাদপ্রদীপের সম্মুখে বহু শতাধিক জনবহুল রজনী অভিনীত হইয়া যে নাটকখানি বাঙলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে কীর্ত্তিস্থাপন করিয়াছে, সমগ্রদেশের উৎসুক রসবেত্তার তৃপ্তিসাধনে শ্রীভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স বহু অর্থব্যয়ে ও বিশিষ্ট অভিনয়-শিল্পীর সমাবেশে তাহার চিত্ররূপ দান করিতেছেন।